গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং: স্বা:অধি:/কোভিড-১৯/পিসিআর মেশিন/২০২০/৫৯৭ তারিখঃ ৯ মে ২০২০খ্রি.

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত কতিপয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক এবং জাতীয় কোভিড-১৯ দুর্যোগে আপনাদের এবং আপনাদের সহকর্মীদের আন্তরিক সেবা ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই দুর্যোগটি এমন যে, আমাদের সকল প্রচেষ্টা একত্র করলেও এটির মোকাবেলা করা অত্যন্ত কঠিন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সামগ্রীও বিশ্বব্যাপী দুর্লভ। এমতাবস্থায় আপনাদের হাসপাতাল/ক্লিনিক কর্তৃক আরটি-পিসিআর পরীক্ষা শুরু করার বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

কিন্তু, কিছু কিছু হাসপাতাল ও ক্লিনিকের আরটি-পিসিআর সেবার ব্যাপারে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. ডায়ালাইসিস প্রয়োজন বা অন্যান্য রোগ আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে লক্ষণ না থাকা স্বত্ত্বেও আবশ্যিকভাবে কোভিড-১৯ পিসিআর পরীক্ষা করানো হচ্ছে এবং রোগীর কাছ থেকে এ বাবদ অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে।

২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা ছিল বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বহির্বিভাগ বা ল্যাবরেটরি সেবার আওতায় কোভিড-১৯ পিসিআর পরীক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না। ভর্তি রোগীদের মধ্যে কারও কোভিড-১৯ আছে এমন সন্দেহ হলে তাদের নির্ধারিত মূল্যে এই পরীক্ষা করা যাবে। এই নির্দেশনার অপব্যবহার করে কোন কোন প্রতিষ্ঠান আগে ভর্তির প্রয়োজন নেই এমন রোগীকেও ভর্তি করিয়ে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করাচ্ছেন। কোভিড-১৯ থাকলে রোগীকে অন্য হাসপাতালে যেতে বলছেন এবং না থাকলে ডিসচার্জ দিচ্ছেন। এর ফলে রোগীরা অন্যায়ভাবে আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হচ্ছেন।

৩. বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক ভর্তি রোগী বা কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য আগত রোগীর নিকট থেকে শুধুমাত্র নাক বা গলার নমুনা সংগ্রহ করার জন্য এক হাজার বা তদোর্ধ টাকার ফি নিচ্ছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নৈতিকতার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

ক. ডায়ালাইসিস বা অন্য যে কোন রোগের কারণেই রোগী ভর্তি হোন বা সেবা গ্রহণ করুণ না কেন, সন্দেহজনক কোভিড-১৯ রোগী না হলে তার অবশ্যিকভাবে কোভিড-১৯ পিসিআর পরীক্ষা করা যাবে না।

খ. কোভিড-১৯ আছে এমন সন্দেহজনক রোগী ভর্তির জন্য এলে তাকে ভর্তির পূর্বেই কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষার ফল অনুযায়ী ভর্তি করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভর্তি না করলে রোগী কোন হাসপাতালে যাবেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে যাতে রোগীকে অযথা এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করতে না হয়।

গ. ভর্তি রোগীদের মধ্যে কারও কোভিড-১৯ সন্দেহ হলে তার কোভিড-১৯ পিসিআর পরীক্ষা করা যাবে।

ঘ. কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য নাক বা গলার নমুনা সংগ্রহের ফি কালেকশন টিউব, সোয়াব স্টিক এবং সংরক্ষণ মিডিয়া বাবদ সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ. সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্ধারিত মূল্য গ্রহণ করতে হবে এবং রশিদ প্রদান করতে হবে।

সরকারি ভ্রাম্যমান আদালত, তদারকি দল বা অন্য কোনভাবে সরকারের নজরে এ ধরণের ব্যত্যয় আসলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মতি রয়েছে।

৪/৫/২০২০
(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)
পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স নং: ৫৫০৬৭১৫১

বিতরণঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক

বেসরকারী ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার (যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে পরীক্ষা করার অনুমতি পেয়েছেন)

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ
১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (দৃঃআঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ উপ-পরিচালক, সমন্বয়)
৩। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সভাপতি/সেক্রেটারী বাংলাদেশ প্রাইভেট হসপিটাল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন